যুগান্তর
প্রিন্ট: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৫:০৯ পিএম

শিক্ষাঙ্গন

ডাকসু নির্বাচন নিয়ে অভিযোগের ব্যাখা দিল ঢাবি প্রশাসন

যুগান্তর প্রতিবেদন
প্রকাশ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৪:০৭ পিএম

ফাইল ছবি

বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫ পরবর্তী সময় প্রার্থীদের বিভিন্ন আবেদন ও অভিযোগের বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিজেদের অবস্থান প্রকাশ করেছে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতরের উপ-পরিচালক ফররুখ মাহমুদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে চারটি পয়েন্টে এই অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নির্বাচন পরবর্তী প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং অভিযোগগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে আইনগত পরামর্শও গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি দরখাস্ত ও অভিযোগ আলাদাভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে যথাসময়ে জবাব দেওয়া হবে।

প্রথম অংশে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচন ঘিরে জমা দেওয়া অভিযোগ ও আবেদনগুলো যাচাই-বাছাই চলছে। প্রশাসন সব আবেদন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করছে এবং প্রয়োজনে আইনজীবীদের মতামতও নিচ্ছে। প্রতিটি আবেদনের বিষয়ে আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে আবেদনকারীদের জবাব জানানো হবে।

তবে সম্প্রতি এক ছাত্র সংগঠনের সংবাদ সম্মেলনে যেসব অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এখনই প্রতিক্রিয়া জানানো সমীচীন মনে করছে না।

এরপর উঠে আসে সিসিটিভি ফুটেজ সংক্রান্ত বিষয়। প্রশাসন জানিয়েছে, পুরো নির্বাচনের সিসিটিভি ফুটেজ কোনো পাবলিক ডকুমেন্ট নয়। তবে কোনো প্রার্থী নির্দিষ্ট সময় বা ঘটনার ভিত্তিতে ফুটেজ দেখতে চাইলে যথাযথ আবেদন করে নির্ধারিত স্থানে, প্রশাসনের মনোনীত ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে তা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

দ্বিতীয় দফায় আলোচনা হয় ভোটার স্বাক্ষর তালিকা নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, এটি একটি সংবেদনশীল ও গোপনীয় দলিল। ডাকসুর নির্বাচনবিধিতে এমন তালিকা দেওয়ার কোনো বিধান নেই। ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখতেই এটি প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন।

তৃতীয় পয়েন্টে দেওয়া হয় ব্যালট পেপার ছাপানোর স্থান ও প্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগের ব্যাখা। বিশ্ববিদ্যালয় বলছে, নিরাপত্তার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবেই ব্যালট পেপার ছাপানোর প্রতিষ্ঠানের নাম গোপন রাখা হয়েছে। এটি একটি স্বীকৃত প্রক্রিয়া। ছাপার পর প্রতিটি ব্যালট ও এমআর স্ক্যানিং মেশিনে যাচাই করা হয়। ব্যালট ছাপা হয়েছে এমন কোনো জায়গায় নয়, যেখানে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। ফলে নির্বাচন শেষে ব্যালট মুদ্রণ নিয়ে অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই বলেই মনে করছে কর্তৃপক্ষ।

চার নম্বরে বলা হয়, ডাকসু নির্বাচন ঘিরে জমা পড়া সব আবেদন ইতোমধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। খুব শিগগিরই প্রতিটি আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জবাব পাঠানো হবে।